দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় সরকারি জমি থেকে অবৈধ দোকান ঘর উচ্ছেদের সময় বাড়লো দুই দিন

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পসডাঙ্গায় সরকারি খাঁস জমি দখল করে টিনের ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। বেশ কয়েক দিন ধরে চলছে ৩২ টি দোকান ঘর নির্মাণের কাজ । ইতোমধ্যে বেশ কিছু ঘরের কাজ প্রায় শেষের পথে, এছাড়াও বেশ কিছু নির্মাণ কাজ চলছে।

শনিবারের মধ্যে এসকল দখলদারদের অবৈধ ঘর অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন উপজেলা প্রশাসন।

জানা যায়, উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এর পিছনে, ১৪৯৮ দাগে প্রায় ১৪ একর খাঁস জমি রয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে ঐ জমিতে স্থানীয় বেশ ক’ একজন নেতা সহ কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অফিস সহায়ক বাহারু ইসলাম প্রায় ২০/৩০জন জমি দখল করে ৩২ টি অবৈধভাবে দোকান ঘর নির্মাণ করছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১ দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানসহ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্ম্সিকিউটি ম্যাজিস্টেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলে সতত্যা পান।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন কালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আগামী শনিবার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবৈধ দখল অপসারণ করা না হলে অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আইন গত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে নির্দেশ দেন। ইতোমধ্যে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয় অবৈধ দখলদারদের ঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানসহ খাস জমিকে কেন্দ্র করে যেন কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সেবিষয়ে তাদেকে সচেতন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলে, কার্পাসডাঙ্গা ইউপির চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্টু, বাজার বনিক সমিতির সভাপতি ইমদাদুল হক ইমন, সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান মিঠু, বাজার বনিক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহান কচি প্রমুখ।

হরিণাকুন্ডু উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগের যৌথ বর্ধিত সভা

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগের যৌথ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ৩০ জানুয়ারী হরিণাকুণ্ডু পৌরসভা নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে এ যৌথ বর্ধিত সভা হরিণাকুন্ডু জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মশিউর রহমান জোয়ার্দারের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, আব্দুল হাই এমপি।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ঝিনাইদহের পৌর মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সাংসদ তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমি, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদ খালেদা খানম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব কনক কান্তি দাস, উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপ-দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসাইন, বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগণসহ জেলা, উপজেলা, পৌর আওয়ামী লীগ ও সকল অংগ ও সহযোগী সংগঠনের জেলা ও উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগের সকল পর্যায়ের নেতা কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে আমাদের জয় নিশ্চিত হবে। যারা আওয়ামী লীগ করে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে কাজ করবে তারা আওয়ামী লীগের থাকার অধিকার হারাবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সকলকে এক সাথে কাজ করার আহবান জানান।

কালীগঞ্জে ঐতিহ্যবাহি গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম সলুয়া পশ্চিমপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঐতিহ্যবাহি গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহি এ প্রতিযোগীতা দেখতে হাজির হয়েছিল কয়েক হাজার দর্শক।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হলেও মূল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বিকাল ৪টায়। সকাল থেকে খেলা দেখতে আশে পাশের গ্রামসহ দূরদুরান্ত থেকে নারী-পুরুষ ও শিশুরা আসতে থাকে। দুপুর গড়াতেই বিলুপ্ত প্রায় এ দৌঁড় প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় উৎসবের আমেজ। আর রোমাঞ্চকর এই প্রতিযোগিতা ঘিরে আনন্দ মেলা ছিল বাড়তি আকর্ষণ।

জানা যায়, কালীগঞ্জ উপজেলা কাষ্টভাঙ্গা ইউনিয়নের সলুয়া গ্রামের কয়েক তরুণের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় এ গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা।

ঝিনাইদহ, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরা জেলা থেকে ১৮ ব্যক্তি তার গরু ও গরুর গাড়ি নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রথম স্থান অধিকার করেন যশোর সদর উপজেলার দোহারপাড়া গ্রামের ইউছুপ আলী। দ্বিতীয় ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার রজন মিয়া এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন কালীগঞ্জ মহিষাহাটি গ্রামের সেলিম উদ্দীন।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) মতলেবুর রহমান এবং কাষ্টভাঙ্গা ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান রাশেদুল ইসলাম রাশেদ। খেলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বারোবাজার পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ মকলেছুজ্জামান।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কাষ্টভাঙ্গা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি লুৎফর রহমান।

গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজক কমিটির সদস্য ইউপি মেম্বার

নাসির উদ্দীন জানান, কালীগঞ্জ উপজেলায় এই প্রথম গরুর গাড়ি দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে ও এলাকার মানুষকে আনন্দ দিতেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

র্যাব সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে ঝিনাইদহে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মুজিব শতবর্ষে র্যাব সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে ঝিনাইদহে দুস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের বিসিক শিল্প নগরী এলাকায় র্যাব ক্যাম্পের পাশে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

এসময় শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ২ শতাধিক মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেন ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামাল উদ্দিন।

এসময় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হানসহ র্যাব সদস্য ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। কম্বল পেয়ে খুশি অসহায় হতদরিদ্র মানুষগুলো।

বিভাগীয় পরিচালক ডা. রাশেদা সুলতানা’র ঝিনাইদহ শিশু

হাসপাতাল পরিদর্শন

খুলনা বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. রাশেদা সুলতানা বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহ শিশু হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম, সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. হারুন অর রশিদ, ডা. জাকির হোসেন, ডা. আলী হাসান ফরিদ, ডা. নওরিন সুলতানাসহ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

উল্লেখ্য ২০০৬ সালে বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি শিশু হাসপাতাল ঝিনাইদহে স্থাপিত হয়। হাটিহাটি পা পা করে দীর্ঘ ১৪ বছর পর হাসপাতালটি প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

আগামী ১০ জানুয়ারি শিশু হাসপাতালের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হবে।

স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. রাশেদা সুলতানা, জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ ও সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঝিনাইদহ বাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে চলেছে।

ঝিনাইদহে বিএনপির মানববন্ধনে পুলিশের বাঁধা

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমুল্যের উর্দ্ধগতির প্রতিবাদ ও বাণিজ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ঝিনাইদহে কেন্দ্রীয় কর্মসূচী পুলিশের বাঁধায় পালন করতে পারেনি বিএনপি।

কর্মসূচী পালন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে শহরের এইচএসএস সড়কে দলটির জেলা কার্যালয়ে দলীয় নেতাকর্মীরা জড়ো হতে শুরু করে।

সকাল ১১ টার দিকে মানবন্ধনের প্রস্তুতি নিলে পুলিশ তাদের সেখান থেকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

বেশিরভাগ নেতাকর্মী চলে গেছে কিছু সংখ্যক নেতাকর্মী ব্যানার নিয়ে দাড়াতে গেলে পুলিশ ব্যানার কেড়ে নেয়। পুলিশের বাঁধায় মানবন্ধন বা সমাবেশ করতে না পাড়ায় ফিরে যায় নেতাকর্মীরা।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এ্যাড. এম মজিদ বলেন, কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে আমাদের শান্তিপুর্ণ মানববন্ধন কর্মসূচী ছিল। মানববন্ধনে দাড়ানোর আগেই পুলিশ নেতাকর্মীদের চলে যেতে বলে। আমরা কয়েকজন নেতাকর্মী ব্যানার নিয়ে দাড়ানো চেষ্টা করলে তারা ব্যানারও কেড়ে নেই। গণতান্ত্রিক দেশে শান্তিপুর্ণ একটি কর্মসূচীও পুলিশ করতে দিল না।

কালীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান পদে তৃতীয় লিঙ্গের রিতু

তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া সম্প্রদায়ের) এক প্রার্থী আগামী ইউপি নির্বাচনে সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদে ভোট করতে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। তিনি শত শত কর্মী সমর্থক নিয়ে এলাকায় মোটরসাইকেল শোডাউনসহ সভা- সমাবেশ ও গণসংযোগ অব্যাহত রেখেছেন।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ছয় নম্বর ত্রিলোচনপুর ইউনিয়নের দাদপুর গ্রামের নজরুল ইসলাম রিতু নামে ওই হিজড়া এবার তাদের সম্প্রদায় থেকে বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিতীয়তম প্রার্থী হচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, এর আগে গেলো উপজেলা নির্বাচনে পার্শ্ববর্তী উপজেলা কোটচাদপুরের পিংকি খাতুন নামে এক হিজড়া উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এবং তিনি দেশের মধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের প্রথম জনপ্রতিনিধির স্বীকৃতি পায়। এদিকে এখনও ইউপি নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা না হলেও তার আগাম নির্বাচনী মহড়ায় কর্মকাণ্ডে শহর গ্রামাঞ্চলে বেশ আলোচিত হয়ে উঠেছেন।

গেলো তিন দিন আগে নজরুল ইসলাম রিতু তার শত শত কর্মী সমর্থক নিয়ে মাইক্, মোটরসাইকেল, সিএনজি ও নসিমন সহকারে নিজ এলাকা ও শহরে শোডাউন শেষে কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে আসেন।

এরপর সেখানে দলীয় নেতাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় শেষে তিনি তার প্রার্থীতা জানাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময়ে বসেন।

লাল সবুজ রংয়ের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ লেখা মাফলার পরিহিত রিতু নিজেকে আওয়ামী লীগের একজন সমর্থক দাবি করে বলেন, আগামী ইউপি নির্বাচনে তিনি দলীয় নৌকা প্রতীক পেতে আশাবাদী। এলাকার মানুষ তার পাশে রয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকার উন্নয়নে মাদরাসা, মসজিদ, মন্দির ও রাস্তা নির্মাণে সহযোগিতা ছাড়াও এলাকার দুঃস্থ অসহায় মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছেন।

তৃতীয় লিঙ্গের এই প্রার্থী রিতু তার নিজের জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরতে গিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, তার জন্মস্থান কালীগঞ্জ উপজেলার ত্রিলোচনপুর দাদপুর গ্রামে। মৃত আব্দুল কাদেরের সন্তান রিতু ছয় ভাই-বোনের মধ্যে তৃতীয়। তারা তিন ভাই ঢাকাতে থাকে ও বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে। জন্মের পর তৃতীয় লিঙ্গের সনাক্তের কারণে পাঁচ বছর বয়সে তাকে গ্রাম ছেড়ে ঢাকাতে চলে যেতে হয়।

সামান্য লেখাপড়া করলেও সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতায় প্রাথমিকের গণ্ডি পেরোনো সম্ভব হয়নি। ছোটবেলা থেকেই ঢাকার ডেমরা থানাতে তার দলের গুরুমার কাছেই বেড়ে উঠেছেন। এখন তার বয়স ৪০ বছর। গুরুমার পরের দ্বায়িত্বটা তিনি পালন করছেন। তার দলে ৭০ জন হিজড়া আছে। বর্তমানে ঢাকাতে থাকলেও প্রতিনিয়ত তিনি তার গ্রামের বাড়ি দাদপুরে আসা-যাওয়া করতেন।

রিতু আরও জানান, ঢাকাতে তিনি তাদের তৃতীয় লিঙ্গের সম্প্রদায়ের দলে থাকলেও পরিবারের টানে প্রায়ই বাড়িতে আসতেন। তার কষ্টার্জিত জমানো অর্থ দিয়ে বিগত প্রায় ১৫ বছর ধরে জন্মস্থান দাদপর গ্রামসহ ইউনিয়নবাসীর উন্নয়নে সহযোগিতা করছেন।

এলাকার মাদরাসা, মসজিদ মন্দিরের উন্নয়নে দান করেছেন অর্থ। এলাকার কেউ অসুস্থ বা কন্যাদায়গ্রস্থ হয়ে তার কাছে গিয়ে কখনো খালি হাতে ফিরতে হয়নি। সাধ্যমতো সহযোগিতা করতেন। কয়েক বছর আগে তার বাবার জমিতেই বানিয়েছেন একটি পাকা বাড়ি।

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ ও তার নির্বাচনে অংশ নেয়ার বিষয়ে বলতে গিয়ে রিতু জানায়, সৃষ্টিকর্তা আমাকে যেভাবে পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখিয়েছেন তাতেই আমি খুশি। এলাকার মানুষ আমাকে ভালবাসে। তাই আমার কষ্টার্জিত অর্থ এলাকার মানুষের জন্য ব্যয় করে আনন্দ পাই। অত্র ইউনিয়নের গ্রামের মানুষের উৎসাহেই তিনি আগামী ইউপি নির্বাচনে

চেয়ারম্যান প্রার্থী হতে আগ্রহী হয়েছেন।

তিনি জানান, তার পরিবার আওয়ামী মনোভাবাপন্ন পরিবার। এছাড়াও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীসহ এলাকার হাজার হাজার মানুষ তাকে সমর্থন করছেন। তিনি রাজনৈতিকভাবে দলের সক্রিয় কর্মী না হলেও নিজেকে আওয়ামী লীগের একজন একনিষ্ট সমর্থক বলে জানান। দলের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাদের সম্প্রদায়ের জন্য ভোটাধিকার ও নানান সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন।

স্থানীয় সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনারের সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়। তিনি তাকে ভালবাসেন এবং যোগ্য হিসেবে তাকে দলীয় মনোনয়ন দিবেন বলে আশাবাদী। সর্বশেষ রিতু তার জীবনটা এলাকার মানুষের সেবার জন্য উৎসর্গ করবেন বলে অভিমতও ব্যক্ত করেন।

রিতুর নির্বাচনী শো-ডাউনে আসা ওই ইউনিয়নের বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের শাকিল ও সাগর হোসেন জানান, তৃতীয় লিঙ্গের হিজড়া সম্প্রদায়ের রিতু আমাদের গ্রামেরই সন্তান। তিনি তাদের গ্রামের উন্নয়নে ও অসহায় গ্রামবাসীদের সহযোগিতা করে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তার সামর্থ্য অনুয়ায়ী গ্রামের রাস্তা মসজিদ মন্দিরসহ বিভিন্ন সামাজিক কাজে অর্থ দান করেছেন।

এছাড়াও প্রতিনিয়িত গ্রামের অভাবী, অসহায় কন্যাদ্বায়গ্রস্থ ও দরিদ্র অসুস্থ মানুষের জন্য তার সহযোগিতা চলমান আছে। শো-ডাউনে আসা বিভিন্ন গ্রামবাসীদের ভাষ্য মতে তার মতো একজন মানুষ জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে।

কালীগঞ্জে কৃষকের আখক্ষেতে আগুন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ৪ কৃষকের আখক্ষেতে আগুন লেগে প্রায় ২ বিঘা জমির আখক্ষেত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। খবর পেয়ে কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শেখ মামুনুর রশিদের নেতৃত্বে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

গতকাল বুধবার দুপুরে উপজেলার কেয়াবাগানের মাঠের আখক্ষেতে এই আগুনের ঘটনা ঘটে। এতে চার কৃষকের প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষতি সাধন হয়েছে।

কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শেখ মামুনুর রশিদ জানান, উপজেলার কেয়াবাগানের মাঠে আখক্ষেতে আগুন লেগেছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

তার আগেই ৪ কৃষকের প্রায় ২ বিঘা জমির আখ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পাশের জমির আখের পাতার আগুনে আগুনের সূত্রপাত বলে জানান তিনি।

জমে উঠেছে শৈলকুপা পৌরসভা নির্বাচন

নির্বাচন উপলক্ষে প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন প্রার্থীরা। প্রচার-প্রচারণায় জমে উঠেছে ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌরসভার নির্বাচন। আগামী ১৬ জানুয়ারীর নির্বাচন ঘিরে প্রার্থীরা সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। ভোটারদের মন জয় করতে দিচ্ছেন নানা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি।

বর্তমান মেয়র ও আওয়ামীলীগ প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজম পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে দেখা গেছে। এছাড়া পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর প্রার্থীরাও নিজ নিজ এলাকায় প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতীক বরাদ্দের পর থেকে পৌর শহরজুড়ে শোভা পাচ্ছে প্রার্থীদের পোস্টার। পোস্টারে ছেয়ে গেছে পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ছাড়াও সকল অলিগলি।

নৌকা প্রতীকের মেয়র প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজম বলেন, ২য় ধাপে শৈলকুপা পৌরসভার নির্বাচন হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নৌকা প্রতীক দিয়ে আমাকে পৌরবাসীর কাছে পাঠিয়েছেন। জনগণের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। নৌকায় ভোট দেবে বলে তাদের কাছ থেকে সেই প্রতিশ্রুতিও পাচ্ছি। আমি জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী।

আমি নির্বাচিত হলে জনগণ যে দুর্দশায় আছে, তা ঘোচাতে চেষ্টা করবোস্বতন্ত্র ও জগ মার্কার প্রার্থী মোঃ তৈয়বুর রহমান খানকে পৌরসভার বিভিন্ন জায়গায় প্রচারণা চালাতে দেখা যায় তিনি বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আমি বিপুল ভোঠে বিজয়ী হব।

ধানের শীষের মেয়র প্রার্থী মো: খলিলুর রহমান নিরবে ভোট প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি দল মত নির্বিশেষে সাধারণ জনগণ যাতে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারে এ ব্যাপারে নিরাপত্তাসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেন ভাল থাকে সংশ্লিষ্টদের কাছে সেই প্রত্যাশা করেন।

জাতীয় পার্টি প্রার্থী আবু জাফরকেও ভোট প্রচার পচারণা কাজে ব্যস্ত দেখা যায়।

শৈলকুপা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে ৪ জন, ৯টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে ৩৬ জন ও সংরক্ষিত তিনটি মহিলা ওয়ার্ডে ১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ৯টি ওয়ার্ডের ১৫টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে ভোট গ্রহণ।

এবারই প্রথম ইভিএম পদ্ধতি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শৈলকুপা পৌরসভার নির্বাচন। এবারের নির্বাচনে পৌরসভার সাধারণ ভোটারের সংখ্যা ২৮৬৩২। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৪ হাজার ১১৩। আর নারী ভোটার ১৪ হাজার ৫১৯ জন।

উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. জুয়েল আহাম্মেদ বলেন, সকল প্রার্থীকে নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে প্রচার-প্রচারণা চালানোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।

কালীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কাষ্টভাঙ্গা ইউনিয়নে সরকারি ঘর

দেওয়ার কথা বলে হতদরিদ্র মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন খানের বিরুদ্ধে।

২ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বর রাশেদুল ইসলামের যোগসাজসে চেয়ারম্যান হতদরিদ্র পরিবারগুলোর কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে ১ লাখ ৬৯ হাজার টাকা। ঘর না পেয়ে পরিবারগুলো টাকা ফেরত চাইতে গেলে উল্টো হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ ও কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর অভিযোগ দিয়েছেন হতদরিদ্র ১৩ টি পরিবার।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ইউপি সদস্য রাশেদুল ইসলামের মাধ্যমে চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন ওই ইউনিয়নের সাতগাছী গ্রামের তরিকুল ইসলাম, গোষ্টগোপাল, স্বপন, কিরন, মোস্তফা, বিকাশ, ধীরেন, শরিফুল, রাশেদা খাতুন, জীতেন, কুমারহাটি গ্রামের মতিয়ার, তেতলুবাড়ী গ্রামের বুদো ও রবিনের কাছ থেকে এক বছর আগে সরকারি জমি আছে ঘর নেই প্রকল্প’র ঘর দেওয়ার কথা বলে মোট ১ লাখ ৬৯ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

এখন ঘর দেওয়া তো দূরের কথা টাকাও ফেরত দিচ্ছে না। টাকা ফেরত চাইতে গেলে তাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ভুক্তভোগী তরিকুল ইসলাম বলেন, এক বছর আগে ঘর দেওয়ার কথা বলে আমার কাছ থেকে ২২ হাজার টাকা দাবী করে। আমি ঋণ নিয়ে ১৩ হাজার টাকা দিয়েছি। বছর পার হয়ে গেল, আজও আমার ঘর দেওয়ার নাম নেই। টাকা ফেরত চাইতে গেলে আমাদের গালি-গালাজ করে চেয়ারম্যান। আমার ঘর দরকার নেই আমি টাকা ফেরত চাই।

ভুক্তভোগী গোষ্টগোপাল বলেন, আমি সহজ-সরল গরিব মানুষ। কর্ম করে খাই, আমার কোনো জমি নাই, বাবার যেটুকু আছে তাতেই কোনো মতে আছি। চেয়ারম্যান আয়ুব আর মেম্বর রাশেদুল সরকারি ঘর দেওয়ার কথা বলে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। ঘর না পেয়ে আমি আমার টাকা ফেরত চাইতে গেলে টাকা না দিয়ে উল্টো হুমকি দিচ্ছেন।

অভিযুক্ত ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন খান বলেন, আমি কারো কাছ থেকে কোন টাকা নিই নি। এ বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা। রাশেদুল মেম্বর নাকি আমার নাম করে টাকা নিয়েছে। কয়েকজন আমার কাছে নালিশ করার কারণে আমি জানতে পেরেছি।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুবর্না রানী সাহা বলেন, এ ঘটনায় একটি অভিযোগ পেয়েছি। মঙ্গলবার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে। তদন্তের ফলাফল এলে সে অনুযায়ী